০৩-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- এখন তোমরা অমরলোকের যাত্রা পথে রয়েছ, তোমাদের এটা হল বুদ্ধির রুহানি যাত্রা, যা তোমরা সত্যিকারের ব্রাহ্মণরাই করতে পারো"

প্রশ্নঃ- নিজের সাথে বা নিজেদের মধ্যে কোন্ বার্তালাপই হল শুভ সম্মেলন ?

উত্তরঃ- নিজের সাথে কথা বলো যে আমি আত্মা এখন এই পুরানো ছিঃ- ছিঃ শরীর ছেড়ে নিজের ঘরে ফিরে যাব। এই দেহ আর কোনো কাজের নয়, এখন তো বাবার সাথে যাব। নিজেদের মধ্যে যখন মিলিত হও তখন এই বার্তালাপ করো যে কীভাবে সেবা বাড়ানো যায়, সকলের কল্যাণ কীভাবে করা যায়, সবাইকে রাস্তা কি করে দেখাই.....এটাই হল শুভ সম্মেলন ।

গীতঃ- হৃদয়ের বন্ধন ছেড়ে না যায়.....

ওমশান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা, সকল কেন্দ্রের ব্রহ্মা মুখবংশাবলী সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ নিজের কুলকে জানে, যে যে কুলের হয় তারা নিজের কুলকে জানে। সে খারাপ কুলের হোক বা ভালো কুলের হোক, প্রত্যেকে নিজের কুলকে জানে আর বোঝে যে এর কুল ভাল । কুল বলো বা জাতি বলো, দুনিয়াতে তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানে না যে ব্রাহ্মণদের কুলই হল সর্বোত্তম কুল(বংশ) । প্রথম নম্বরের কুল বলা হবে তোমাদের ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণ কুল অর্থাৎ ঈশ্বরীয় কুল। প্রথমে আছে নিরাকারী কুল, তারপর আসে সাকারি সৃষ্টিতে। সূক্ষ্মবতনে তো কুল হয় না। উঁচু থেকে উঁচু সাকারেতে আছে-তোমাদের ব্রাহ্মণদের কুল । তোমরা ব্রাহ্মণরা নিজেদের মধ্যে হলে ভাই-বোন। বোন আর ভাই হওয়ার ফলে বিকারেতে যেতে পারবে না। তোমরা অনুভবের দ্বারা বলতে পারো যে পবিত্র থাকার জন্য এটা হল খুব ভালো যুক্তি । প্রত্যেকে বলে আমি হলাম ব্রহ্মা কুমার-কুমারী । শিববংশী তো সকলে আবার যখন সাকারে আসে তখন প্রজাপিতা নাম হওয়ার কারণে ভাই-বোন হয়ে যায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তো নিশ্চই রচয়িতা আছেন, দত্তক নিয়ে থাকেন। তোমরা কুখ (গর্ভজাত নও)বংশাবলী নও, তোমরা হলে মুখ বংশাবলী । তবে মানুষ কুখ বংশাবলী আর মুখ বংশাবলীর অর্থও জানে না। মুখ বংশাবলী অর্থাৎ দত্তক সন্তান । কুখ বংশাবলী অর্থাৎ জন্ম নেয় যে । তোমাদের এই জন্ম হল অলৌকিক । বাবাকে লৌকিক, অলৌকিক, পারলৌকিক বলা হয়ে থাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অলৌকিক বলা হয়। লৌকিক বাবা তো সকলের আছে। ওটা তো হল সাধারণ । পারলৌকিক বাবাও সকলের আছে। ভক্তিমার্গে তো হে ভগবান, হে পরমপিতা সকলে বলতে থাকে। কিন্তু এই বাবা(প্রজাপিতা)কে কখনও কেউ ডাকে না। এই বাবাও হলেন কেবল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরই । ঐ দু'জনকে তো সকলে জানে। কিন্তু ব্রহ্মার বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়ে, কারণ ব্রহ্মা তো আছেনই সূক্ষ্মবতনে । এখানে তো দেখানো হয় না । চিত্রেও ব্রহ্মাকে দাড়ি গোঁফ সমেত দেখায় কারণ প্রজাপিতা ব্রহ্মা এই সৃষ্টিতে আছেন। সূক্ষ্মবতনে তো প্রজার রচনা করতে পারবে না। এটাও কারও বুদ্ধিতে আসে না। এইসব কথা বাবা বোঝান। এই রুহানি যাত্রারও গায়ন রয়েছে । রুহানি যাত্রা সেটাই, যেখান থেকে ফিরে আসতে হবে না। অন্য যাত্রা তো সকলে জন্মজন্মান্তর- করতে থাকে, গিয়ে আবার ফিরেও আসে। ওটা হল দৈহিক যাত্রা, আর এটা হল

তোমাদের আত্মিক যাত্রা। এই আত্মিক যাত্রা করলে তোমরা মৃত্যুলোকে ফিরে আসো না। বাবা তোমাদের অমরলোকের যাত্রা শেখান। ওঁরা কাশ্মীরের দিকে অমরনাথের যাত্রায় যায়। ওটা কোন অমরলোক নয়। অমরলোক এক আছে আত্মাদের, আর এক আছে মনুষ্যদের, যাকে স্বর্গ অর্থাৎ অমরলোক বলতে পারো।আত্মাদের আছে নির্বাণধাম। এছাড়া অমরলোক হোল সত্যযুগ আর মৃত্যুলোক হোল কলিযুগ আর নির্বাণধাম আছে শান্তিলোক, যেখানে- আত্মারা থাকে। বাবা বলেন তোমরা অমরপুরীর যাত্রাতে আছো। পায়ে হাঁটার ওটা হল শারীরিক যাত্রা । এটা হল রুহানি যাত্রা, যা এক বাবা-ই শিখিয়ে থাকেন আর একই বার এসে শেখান। ওটা তো হল জন্ম- জন্মান্তরের কথা । এটা হল মৃত্যুলোকের শেষ যাত্রা। এটা তোমরা ব্রাহ্মণ কুল ভূষণরাই জানো। রুহানি যাত্রা অর্থাৎ স্মরণে আছো। বলাও হয়ে থাকে অন্তিমে যথা মতি তথা গতি (অন্ত মতি সো গতি) । তোমাদের স্মরণে আসেই বাবার ঘর। বুঝতে পারো যে এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। এটা পুরানো বস্ত্র, পুরানো দেহ এটি । আত্মাতে খাদ পড়ার কারণে শরীরেও খাদ পরে। যখন আত্মা পবিত্র হয় তখন আমাদের শরীরও পবিত্র হয়। এটাও তোমরা -বাচ্চারা বোঝো। বাইরের লোকেরা তো কিছুই বোঝে না। তোমরা দেখ যে কেউ-কেউ বুঝেও থাকে। কারও বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই। বুঝলে নিশ্চয় অন্যকেও বোঝাবে। মানুষ যখন তীর্থ যাত্রাতে যায় তখন পবিত্র থাকে। আবার ঘরে ফিরে এসে অপবিত্র হয়। এক দুই মাস পবিত্র থাকে। যাত্রারও ঋতু থাকে । সবসময় তো যাত্রাতে যেতে পারে না। শীত বা বর্ষার সময় কেউ যেতে পারে না। তোমাদের যাত্রাতে তো শীত বা গ্রীষ্মের কোন কথাই নেই। বুদ্ধির দ্বারা নিজেরাই বুঝতে পারো যে আমরা যাচ্ছি বাবার ঘরে। যত আমরা স্মরণ করি তত আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। বাবার কাছে গিয়ে আবার আমরা নতুন দুনিয়াতে আসবো। এটা বাবা-ই বোঝান। এখানেও ক্রমানুসারে বাচ্চারা আছে। বাস্তবে যাত্রাকে ভোলা উচিত নয় কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয় এইজন্য লেখেও বাবা আপনার স্মরণ ভুলে যাই। আরে স্মরণের যাত্রা-যার দ্বারা তোমরা সদা স্বাস্থ্যবান- সম্পত্তিবান হও, এরকম ঔষধকে তোমরা ভুলে যাও! ওরা এটাও বলে যে বাবাকে স্মরণ করা তো খুবই সহজ । নিজের সাথে কথা বলতে হয় যে আমরা আত্মারা প্রথমে সতোপ্রধান ছিলাম, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছি। এখন শিববাবা আমাদের যুক্তি তো খুব ভালো বলেন। খালি অভ্যাস করতে হবে। চোখ বন্ধ করে বিচার করা যায় না। (বাবা অভিনয় করে দেখালেন)এরকম নিজের সাথে কথা বলো যে আমরা সতোপ্রধান ছিলাম আমরাই রাজত্ব করতাম। ঐ দুনিয়া স্বর্ণযুগ ছিল আবার রৌপ্য তাম্র লৌহযুগে এসে গেছে। এখন হল লৌহযুগের শেষ, তখনই বাবা এসেছেন। বাবা আমাদের আত্মাদের বলেন যে আমাকে স্মরণ করো আর নিজের ঘরকে স্মরণ করো। যেখান থেকে এসেছ, তো আবার অন্ত মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। তোমাদের ওখানেই যেতে হবে। এই যুক্তি বাবা বলেন যে সকালে উঠে নিজের সাথে কথা বলো। বাবা অভিনয় করে দেখান যে আমিও সকালে উঠে বিচার সাগর মন্থন করি। সত্যকারের উপার্জন করতে হবে তো। সকালের সাঁই(শিববাবা)....তো সেই সাঁইকে স্মরণ করলে তোমাদের বেড়া(নৌকা) পার হয়ে যাবে। বাবা যা করেন , যেভাবে করেন, সেসব বাচ্চাদেরকেও বোঝান। এতে মতভেদের কোনো কথাই নেই। এটা উপার্জনের খুব ভাল যুক্তি। অলফকে স্মরণ করলে বে অর্থাৎ বাদশাহি তো পেয়েই যাবে। বাচ্চারা জানে যে আমরা রাজযোগ শিখছি। বাবা বীজরূপ , জ্ঞানের সাগর, তো আমরাও ঝাড়কে পুরো বুঝে গেছি। এটাও এক কথায় জ্ঞান আছে। আদিতে এই ঝাড় কি করে বৃদ্ধি হয় আবার কি করে তার আয়ু সম্পূর্ণ হয়,
অন্য ঝাড় তো তুফান(ঝড়)আদি হলে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এই মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ের প্রথম স্তম্ভ জ্বলে যায়।

ঐ দেবী- দেবতা ধর্ম ক্রমশ লোপ হয়ে যায়। এটাও হওয়ারই আছে। এটা যখন লোপ হয়ে যায় তখন বলা হয়ে থাকে যে এক ধর্মের পুনরায় স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ। কল্প-কল্প এই ধর্ম ক্রমশ লোপ হয়।

আত্মাতে খাদ পরে গেলে গয়না(গুণ)সব মিথ্যা হয়ে যায়। বাচ্চারা বোঝে যে আমাদের মধ্যে খাদ ছিল, আবার এখন যখন আমরা স্বচ্ছ হচ্ছি তখন অন্যদের রাস্তা দেখাই। দুনিয়া তো তমোপ্রধান হয়ে গেছে । প্রথমে সতোপ্রধান স্বর্গ ছিল। বাচ্চাদের সকাল-সকাল উঠে নিজের সাথে কথা অর্থাৎ রুহুরিহান(বার্তালাপ)করা উচিত। বিচার সাগর মন্থন করা উচিত । আবার কাউকে এটাও বোঝাতে হয় যে এটা হল ৮৪ জন্মের চক্র । ৮৪ জন্ম কি করে নেয়, কে নেয়। নিশ্চয় যে প্রথমে আসবে সে-ই নেবে। বাবা ভারতে আসেন। এসে ৮৪-র চক্রকে বোঝান। বাবা কোথায় এসেছেন, এটাও কেউ জানে না। বাবা এসে নিজের পরিচয় নিজেই দেন। বলেন আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, মন্মনাভব। আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এরকম পরামর্শ কেউ দিতে পারবে না। যদিও গীতা আদি শোনায়। ওখানেও লোকেরা যায় । কিন্তু ভগবান কখনও তো এসেছিলেন তবেই তো জ্ঞান শুনিয়েছেন। আবার যখন আসেন তখন শোনান তাই না! ওঁরা তো গীতা পুস্তক নিয়ে বসে শোনায়। ইনি তো হলেন ভগবান জ্ঞানের সাগর। এঁনাকে কোনো কিছু হাতে নিয়ে পড়তে হয় না। ইনি শেখেন না। কল্প আগেও এসে তোমাদের বাচ্চাদের সঙ্গমেই শিখিয়েছিলেন। বাবা-ই এসে রাজযোগ শেখান। এটা হলই স্মরণের যাত্রা। তোমাদের বুদ্ধিই জানে- কেবলমাত্র ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ছাড়া এমন কোনো মনুষ্য নেই যার কাছে এই জ্ঞান আছে। সবার মধ্যে সর্বব্যাপীর জ্ঞান ভরা আছে। এটা কেউ জানে না যে পরমাত্মা হলেন বিন্দু । জ্ঞানের সাগর হলেন পতিত- পাবন । (না বুঝে)এমনিই গাইতে থাকে। গুরুরা যা শেখান তারা সেটাকেই সত্যি-সত্যি বলতে থাকে। অর্থ কিছুই বোঝে না। না তার উপর কোন বিচার করে যে এতে সত্যি আছে না নেই। বাবা বোঝান যে তোমাদের বাচ্চাদের চলতে ফিরতে স্মরণের যাত্রায় অবশ্যই থাকতে হবে। তা না হলে বিকর্ম বিনাশ হতে পারবে না। কাজকর্ম করতে করতে বুদ্ধিতে বাবার স্মরণও যেন চলতে থাকে। শ্রীনাথের মন্দিরে ভোজন বানালে বুদ্ধিতে সেই শ্রীনাথ তো থাকেন তাই না! বসেই আছেন সেই মন্দিরে। জানে যে আমরা শ্রীনাথের জন্য বানাচ্ছি। ভোজন বানায়, ভোগ দেয় আবার ঘরের গৃহিণী বাচ্চা আদি স্মরণে আসতে থাকবে। ওখানে ভোজন বানায়। মুখ বন্ধ, কথা বলবে না। মন্সা দ্বারা কোন বিকর্ম হয় না। ওঁরা শ্রীনাথের মন্দিরেতে বসে আছে। এখানে তো তোমরা শিববাবার কাছে বসে আছো। এখানেও বাবা যুক্তি দিতে থাকেন। বাচ্চারা কোনো আজেবাজে কথা বোলো না। সবসময় বাবার সাথে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলতে হবে। যেরকম বাবা সেরকম বাচ্চারা। বাবার স্মৃতিতে থাকে যে চক্র কিভাবে ঘোরে, তবেই তোমাদের বাচ্চাদের এসে শোনান। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমাদের বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, চৈতন্য । কত সহজ কথা। কিন্তু তবুও বোঝে না কারণ বুদ্ধি পাথরের মতো হয়ে গেছে যে । সেই বীজকে আমরা চৈতন্য বলব না। এটা হল জ্ঞানযুক্ত , চৈতন্য । এ হল কেবল একটিই। ঐ বীজ তো অনেক প্রকারের হয়। ভগবানকে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । তবে বাবা হয়ে গেলেন না! আত্মাদের বাবা পরমাত্মা তো সকলে সম্পর্কে ভাই হল, বাবাও ওখানে থাকেন যেখানে তোমরা আত্মারা নিবাস করো। নির্বাণধামে বাবা আর বাচ্চারা থাকে। এই সময় তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ভাই আর বোন হও, এইজন্য বলা হয়ে থাকে-শিব বংশী ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। এটাও তোমাদের লিখতে হবে যে তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী ভাই বোন হও। বাবা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টির

রচনা করলে তো ভাই- বোন হলে কিনা। কল্প- কল্প এরকমই সৃষ্টি করে থাকে। দত্তক নিতে থাকে। মনুষ্যকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয় না। যদিও বাবা বলে কিন্তু ওটা হল হদের, এঁনাকে প্রজাপিতা বলবে কারণ অনেক প্রজা আছে অর্থাৎ অনেক সন্তান আছে। তো বেহদের বাবা বাচ্চাদের সব কথা বসে বোঝান। এই দুনিয়া একদমই বিগড়ে গিয়ে ছিঃ-ছিঃ হয়ে গেছে । এখন তোমাদের বাহঃ- বাহঃ দুনিয়া তে নিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা ভুলে যায়। যদি এটা স্মরণে থাকে তবে বাবাও স্মরণে থাকবে আর গুরুও স্মরণে থাকবে যে আমাদের এখন ফেরত যেতে হবে। পুরানো শরীর ছেড়ে দেবে কারণ এই দেহ এখন কোন কাজের নেই। আত্মা এখন পবিত্র হয়ে চলেছে তো শরীরও পবিত্র হতে হবে । নিজেদের সঙ্গে এরকম- এরকম বার্তালাপ করা দরকার, একে বলা হয়ে থাকে- শুভ সম্মেলন, যেখানে ভালো-ভালো কথা হয়। সেবা কি করে বুদ্ধিতে আসে। কল্যাণ কি করে করি! ওদের তো ছিঃ- ছিঃ সম্মেলন হয়, গল্প কথা শোনাতে থাকে। এখানে গল্প আদির তো কোন কথাই নেই। সত্যিকারের সম্মেলন একেই বলা হয়ে থাকে। তোমাদের এই কাহিনী শোনানো হয়েছে যে এটা হল কলিযুগ, সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয়ে থাকে। ভারত স্বর্গ ছিল, ভারতবাসীই ৮৪ জন্ম ভোগ করে। এখন অন্তেতে আছে। এখন তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরি হও। এতে কোন গঙ্গা স্নান আদি করতে হবে না। ভগবানুবাচ-- আমিই হলাম সকলের পিতা । কৃষ্ণ সকলের বাবা হতে পারে না। দু'একটি বাচ্চার পিতা শ্রী নারায়ণ হতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ নয়। শ্রীকৃষ্ণ তো কুমার । এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো অনেক সন্তান । কোথায় কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, আর কোথায় শিব -ভগবানুবাচ। কত বড় ভুল করে দিয়েছে। কোথাও প্রদর্শনী করলে মুখ্য কথা তো এটাই হবে যে গীতার ভগবান ইনি নাকি উনি? সবার প্রথমে এটাই বোঝানো দরকার যে ভগবান শিবকে বলা হয়ে থাকে। এটা বুদ্ধিতে বসাতে হবে। এর উপর রহস্য ভেদ হওয়া দরকার। গীতার ভগবানের চিত্রও অনেক স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। নিচে লিখে দেওয়া দরকার যে এসে নির্ণয়(Judge) করো আর এসে বোঝো। তারপর লিখিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া দরকার। আচ্ছা-
মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপ দাদার স্মরণ- ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) নিজেদের মধ্যে শুভ সম্মেলন করে সেবার বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। নিজের আর সকলের কল্যাণের জন্য যুক্তি রচনা করতে হবে। কখনও কোনো ব্যর্থ (ফালতু) কথা বলবে না।
২) সকাল সকাল উঠে নিজের সাথে কথা বলতে হবে, বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। ভোজন বানানোর সময় এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে। মনসাও(মন) যাতে বাইরে না ঘোরে তা খেয়াল রাখতে হবে।

বরদানঃ- ত্রিকালদর্শী হয়ে ব্যর্থ সঙ্কল্প বা সংস্কারকে পরিবর্তনকারী বিশ্বকল্যাণকারী ভব(হও)।

যখন মাস্টার ত্রিকালদর্শী হয়ে সঙ্কল্পকে কর্মে আনবে, তখন কোনো কাজ ব্যর্থ হবে না। এই ব্যর্থকে বদলে সমর্থ সঙ্কল্প আর সমর্থ কাজ করবে- একে বলা হয় সম্পূর্ণতার প্রাপ্তি। কেবলমাত্র নিজের ব্যর্থ সঙ্কল্প বা বিকর্মকেই ভস্ম করবে না বরং শক্তিরূপ হয়ে সমগ্র বিশ্বের বিকর্মের বোঝা হাল্কা করতে বা অনেক আত্মাদের ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমাপ্ত করবার যন্ত্রসমূহকে শক্তিশালী করো তবেই বলা হবে বিশ্বকল্যাণকারী ।

স্লোগানঃ- নষ্টমোহ হতে হলে সেবাতে স্নেহ রাখো, স্বার্থের জন্য নয়।